কওমী মাদ্রাসার মাস্টার্স বা দাওরায় হাদিস পরীক্ষা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সরকারী স্বীকৃতির লক্ষ্যে সোমবার থেকে কওমী মাদ্রাসার আলোচিত মাস্টার্স বা দাওরায় হাদিস পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দেশের ৭৩৭টি কওমী মাদ্রাসার ১৯ হাজার ৪৭২ জন শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে বলছে ছয়টি কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের নিয়ন্ত্রকরা। এদিকে স্বীকৃতির বিতর্কের মাঝে নেয়া এবারের পরীক্ষায় আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ শিক্ষার্থী বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এবার সাড়ে ১৯ হাজার হলেও আগে কোন পরীক্ষাতেই এ সংখ্যা ৯ হাজারের বেশি ছিল না। এ অবস্থায় সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনহীন কওমী মাদ্রাসার পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থীদের সকল তথ্য স্পষ্ট করার দাবি তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন ইসলামী দলের পক্ষ থেকে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল, সরকারী নজরদারির অভাবকে কাজে লাগিয়ে হেফাজত প্রভাবিত কওমী

স্বীকৃতির পর হঠাৎ পরীক্ষার্থী বেড়েছে

মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রকরা যেন ইচ্ছামতো কাউকে মাস্টার্স পাস না করিয়ে দেয়। সরকারকেই এসব বিষয়ে নজর রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। যদিও হঠাৎ পরীক্ষার্থী বেড়ে যাওয়ার পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেছেন সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা (১৯ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

কওমী মাদ্রাসার

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

বোর্ডের সদস্যরা। জানা গেছে, সোমবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত দাওরায় হাদিসের বুখারি শরিফ ২য় পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমবারের মতো দাওরায় হাদিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কওমী শিক্ষার্থীরা মাস্টার্সের (ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবী) সমমানের সনদ পাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছে সরকার। তবে পরীক্ষা গ্রহণের কোন প্রক্রিয়ায় সরকারের কোন কর্মকর্তার সম্পৃক্তরা নেই।

সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ১৯ হাজার ৪৭২ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে জানিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে দাওরায় হাদিসের পরীক্ষা সারাদেশে মোট ২১৮টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে ৯১টি কেন্দ্রে প্রায় ৩ হাজার ৬৬৮ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। ১০টি বিষয়ে মোট এক হাজার নম্বরের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের। আজ ১৬ মে অনুষ্ঠিত হবে তিরমিজী শরিফ প্রথম পত্র, আগামীকাল ১৭ মে তওহাবী শরিফ, ১৮ মে মুসলিম শরিফ প্রথম পত্র, ২০ মে বুখারি শরিফ প্রথম পত্র, ২১ মে বুখারি শরিফ দ্বিতীয় পত্র, ২২ মে নাসায়ী শরিফ ও ইবনে মাজাহ শরিফ, ২৩ মে আবু দাউদ শরিফ দ্বিতীয় পত্র, ২৪ মে তিরমিজী শরিফ দ্বিতীয় পত্র, ২৫ মে মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদ বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সনদের স্বীকৃতির লক্ষ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ বিতরণের জন্য আঞ্চলিক ৬টি বোর্ডের সমন্বয়ে 'আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এ সংস্থার ৬টি বোর্ড হলো- বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, গোপালগঞ্জের বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা, চট্টগ্রামের আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল কওমিয়া, সিলেটের আজাদ দীনি এদারা বোর্ড, উত্তরবঙ্গের তানজিমুল মাদারিসিল কওমিয়া এবং জাতীয় দীনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়ার সদস্য

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে